2001

মৌলভীবাজারের সর্বত্র কেজি স্কুল স্থাপনের হিড়িক পড়েছে

মৌলভীবাজার থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ মৌলভীবাজার জেলার শহর-গ্রামাঞ্চল সর্বত্রই কিন্ডার গার্টেন (কেজি) স্কুল স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। জেলা সদর থেকে শুরু করে নিভৃত গ্রামাঞ্চলেও কেজি স্কুলের বর্ণাঢ্য ব্যানার, পোস্টার চোখে পড়বে।

এসব ক্ষেত্রে কিছু কিছু মান যাচাইয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা প্রত্যাশিত সুফল পাচ্ছে না।

বছর দুয়েক বা তার কমবেশি সময়ের মধ্যে জেলার বিভিন্ন স্থানে কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় লক্ষ্য করা যায়। শহরের বিভিন্ন পাড়ায়, গলিতে চমকপ্রদ নামকরণে শোভিত সাইনবোর্ড রয়েছে। এ সকল সাইনবোর্ডে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুবিধাদির বিবরণ দিয়ে ব্যানার টাঙানো হচ্ছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে। দেয়ালে দেয়ালে রঙিন ও সাদাকালো পোস্টার সাঁটা হচ্ছে। সাধারণ কেজি স্কুল ছাড়াও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও ব্যানার রয়েছে। এসব স্কুলে মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পাঠদানের কথা বলা হচ্ছে। কেজি স্কুল স্থাপনের হিড়িক শুধু জেলা সদরেই নয়, উপজেলা সদর এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেজি স্কুলের সাইনবোর্ড, ব্যানার চোখে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে জেলা সদর ও উপজেলা পর্যায়ে যে সকল কেজি স্কুল আছে, সেগুলোতে ভাল পড়াশোনা হয়ে থাকে। এ সকল স্কুলের সাথে স্থানীয় প্রশাসন সম্পৃক্ত থাকার কারণে নিয়মিত তত্ত্বাবধান, পর্যালোচনা হয় বলে পড়ালেখার মান ভাল থাকে। তবে অধিকাংশ স্কুলেই লেখাপড়ার মান যাচাই পর্যালোচনা বা মান নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা এ সকল কেজি স্কুলের জন্য কোন নীতিমালা যেমন নেই, তেমনি তারা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পাঠ্যক্রম বা নীতিমালাও অনুসরণ করছে না। একাধিক কেজি স্কুলের সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অনেক স্কুলই আকর্ষণীয় প্রচারণা চালালেও স্কুলের গুণগত মান বজায় রাখতে পারছে না। অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকই হচ্ছেন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়া বা উত্তীর্ণ ছাত্রী। এদের অনেকেরই ইংলিশ মাধ্যমের শিক্ষা পদ্ধতির পূর্ব পরিচয় নেই। তেমনি শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের কোন প্রকার প্রশিক্ষণ দেয়ারও ব্যবস্থা নেই।

সংশ্লিষ্টদের মতে, পাঁচশ থেকে হাজার-দেড় হাজার টাকায় ভাল শিক্ষক পাওয়াও সম্ভব নয়। অনেক স্কুলে সচ্ছল পরিবারের গৃহিণীরা স্রেফ সময় কাটানোর জন্য শিক্ষকতা করছেন। তাদের আর্থিক চাহিদা না থাকায় পড়ানোর ক্ষেত্রেও তাদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এ স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২শ থেকে ৩শ টাকা বেতন আদায় করা হচ্ছে। একাধিক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের বাসায় শুদ্ধভাবে যে পাঠ শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে, স্কুলে সে ক্ষেত্রে ভুলভাবে শেখানো হয়। এ নিয়ে দু একটি স্কুলে অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বেও সৃষ্টি হয়। শহরতলির একটি কেজি স্কুল নিয়ে সালিশ বৈঠক পর্যন্ত হয়েছে। বর্তমানে স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে দুয়েকটি কেজি স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত না গাওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া হয় বলে অভিযোগ আছে। সারা জেলায় অবাধে প্রতিষ্ঠিত এরকম স্কুলের সংখ্যা শতাধিক হবে বলে অনেকের ধারণা। সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক প্রবণতায় কেজি স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কে জি স্কুলসমূহের চাকচিক্যময় প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীই প্রতারিত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জানান, এ সকল কে জি স্কুল তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণ তাদের অধীনে নেই। এ স্কুলগুলো তাদের কাছ থেকে বই, প্রশাসনিক বা আর্থিক সহযোগিতা নেয় না। যে কারণে লেখাপড়ার মান যাচাইয়ের কোন সুযোগ নেই।